প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও কিছু কথা

 মোসাঃ ইয়াসমীন আখতার বানু

 প্রধান শিক্ষক , মধ্য আলিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

 গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ভুমিকাঃ আমরা জানি শিশু হলো অফুরন্ত সম্ভাবনাময় একটি পূর্ণাঙ্গ মানবসত্তা। উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজনীয় উদ্দিপনার সুযোগ পেলে শিশু পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করবে। যুগে যুগে শিশু সম্পর্কে মানুষের ধারণার অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শিশুর শিখন ও বিকাশ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারনা ও তত্ত্বের উদ্ভাবন শিশুদের সম্পর্কে উন্নত ধারণার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রেখেছে। তাইতো শিশুদের পরিপূর্ণ বিকাশ ও শিখন দক্ষতা অর্জনের জন্য শিখনের পূর্ব প্রস্তুতির ধাপ হিসাবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কী?ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুতির চূড়ান্ত ধাপ। অর্থাৎ শিশুর শারীরিক, মানসিক, আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থা নির্বিশেষে শিশু বান্ধব পরিবেশে আদর ,যত্ন ,স্নেহ ,ভালবাসা ,খেলাধুলা ও বিনোদনের মাধ্যমে ৫+ বছর বয়সী শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করাই হল প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশু কে সফলভাবে বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে সাহায্য করে। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদী প্রাক-প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করেছে , যা পরবর্তীতে দুই বছর মেয়াদী করার পরিকল্পনা রয়েছে।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যঃ আনন্দময় ও শিশু-বান্ধব পরিবেশে ও পদ্ধতিতে বাংলাদেশের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বয়সী শিশুদের(৫+ বছর) বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক,আবেগিক,সামাজিক , বুদ্ধিবৃত্তীয় ,ভাষাবৃত্তীয় তথা সার্বিক বিকাশে সহায়তা করা এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে তাদের সানন্দ ও স্বতঃস্ফূত অভিষেক ঘটানো ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম যা শিশুর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও আজীবন শিখনের ভিত্তি তৈরি এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রথম সোপান ও প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে । তাই শিশুর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য । প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিভিন্ন দিকগুলো দেয়া হল-

\*শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তুতির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রধানতম উপায় হিসেবে চিহ্নিত ।

\*শিশুর শিক্ষার ভিত তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাস্তর একটি স্বীকৃত স্তর ।শিশুর এই শিক্ষা শিশুর মস্তিষ্ক গাঁথুনি তথা ভিত তৈরির জন্য কাজ করে।

\*শিশুর বিদ্যালয়ে মানিয়ে নেয়া ও শিক্ষার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরির জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখে।

\*বিভিন্ন গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক , ভাষাগত, গাণিতিক ইত্যাদি যোগ্যতা অর্জন কে তরান্বিত করে যা পরবর্তীতে শিশুর বিষয়ভিত্তিক শিক্ষার হারও বৃদ্ধি করে।

\*প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর শিক্ষা জীবন কে দীর্ঘ করে। বিদ্যালয়ের ঝরে পড়া রোধ ,বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি ও সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

সর্বোপরি, গবেষণা ও বাস্তব নিরিখে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ,শিশুর শিক্ষা ও সার্বিক বিকাশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষাঃ বাংলাদেশে আশির দশক থেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে। জাতীয় ভাবে কোন সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্দেশনা না থাকাই বিচ্ছিন্নভাবে নানা প্রতিষ্ঠান বিগত প্রায় তিন দশক ধরে বিভিন্ন ভাবে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করে আসছে। তবে বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০, আজীবন শিখন ও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি স্থাপন এবং প্রাথমিক পর্যায়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে ৫+ বয়সী শিশুদের জন্য এক বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুপারিশ করেছে।শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম হবে-

\*শিক্ষাও বিদ্যালয়ের প্রতি শিশুর আগ্রহ সৃষ্টিমূলক এবং সুকুমারবৃত্তির অনুশীলন।

\*অন্যদের প্রতি সহনশীলতা এবং পরবর্তী আনুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য শৃঙ্খলাবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিখন শেখানো পদ্ধতিঃ প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন এই বয়সের শিশুদের বিকাশ ওশিখনতত্ত্ব বিবেচনা করা হয়েছে, তেমনি বাংলাদেশের শিশুদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয়েছে। আর এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের শিখন শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনঃ \*কুশল বিনিময় \*খেলা\*ইচ্ছে মত খেলা\*নির্দেশনার খেলা\*প্রাসঙ্গিক বা বিষয়ভিত্তিক খেলা\*শারীরিক অনুশীলন \*চেইন ড্রিল\*ছবি আঁকা\*রোল প্লে\*ছড়া\*গান\* গল্প\*ছবি বর্ণনা বা ছবির গল্প পড়া\*অভিনয় \* পারস্পারিক মত বিনিময়\* কথোপকথন\* কণ্ঠ অনুশীলন \*লেখা\*চার্ট, কার্ড , পোষ্টার ইত্যাদি ব্যবহার \*ছবি নিয়ে আলোচনা \*অভিজ্ঞতার বর্ণনা \*প্রাত্যহিক কাজের অনুশীলন \* হাতে কলমে কাজ \*দলীয় কাজ \*উপস্থাপন \*গাণিতিক অনুশীলন \*বাস্তব ও অর্ধ বাস্তব উপকরণ ব্যবহার \*গাণিতিক সমস্যা তৈরি করা \*পরিদর্শন \* অনুসন্ধান \* পর্যবেক্ষণ \*অনুমান \*প্রদর্শন \*শ্রেণিকরণ,পৃথককরণ মিলকরণ \* স্বাস্থ্য পরিচর্যা \* প্রোজেক্ট ওয়ার্ক \*পরিবার কে সম্পৃক্ত করা \*গাঠনিক মূল্যায়ন করা \*প্রতিফলন ও ফলাবর্তন \*দায়িত্ব অর্পণ ইত্যাদি।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শ্রেণিকক্ষঃ শিশুর শিখন প্রক্রিয়ায় যেসব উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সে গুলোর একটি হল শিশুর চারপাশের পরিবেশ । শিশুর বিদ্যালয়ে আসার প্রথম ধাপ হিসেবে একটি আদর্শ , আনন্দমুখর , শিশুবান্ধব শ্রেণিকক্ষ একান্ত প্রয়োজন । যেমনঃ \*৩০ জন শিশুর জন্য অন্তত ২৫০ বর্গফুট মাপের শ্রেণিকক্ষ \*পর্যাপ্ত আলোবাতাস \*উপযুক্ত আসবাবপত্র \* শ্রেণিকক্ষের সঠিক মাপ \*খেলা ও কাজের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা \* শিশুবান্ধব বসার ব্যবস্থা \*শিখন উপকরন \* সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক \*পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা \*একীভূততা \*শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়গুলোও সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে ।

 প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অভিভাবকের ভুমিকাঃ একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন পিতা-মাতা। শিশুর ব্যক্তিত্ব ,স্বাতন্ত্র, আত্ম-ধারণা এবং মূল্যবোধের বিকাশ পিতা-মাতা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দ্বারা অনেক প্রভাবিত হয়। তাই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুর সার্বিক বিকাশের জন্য অভিভাবক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকাঃ শিশুর পর্যায়ক্রমিক বিকাশ, শিখন শেখানো , শিখন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের পুরোভাগে থাকেন শিক্ষক। শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা ও শিক্ষককে তাঁর ব্যক্তিগত সামর্থ্য প্রয়োগ করে শিশুর সুষ্ঠু শিখন শেখানো পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

এক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কে অবশ্যই শিশুর সাথে হাসিখুশি থাকতে হবে এবং বিভিন্ন কাজে উৎসাহমূলক সহযোগিতা দান করতে হবে। এছাড়া শিশুর মতামত কে গুরুত্ব দেয়া ,শিশুর সাথে শিশুসুলভ আচরণ করা , মাতৃস্নেহে শিক্ষা দেয়া,শিশুর অভিভাবকের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা সর্বোপরি শিশুর কাছে নিজেকে মডেল হিসাবে তুলে ধরতে হবে।

উপসংহারঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই এই শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ কে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। যদিও গুণগত মানের কোন চূড়ান্ত স্তর বা মান বলে কিছু নেয় । বরং এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া ,যা বর্তমানে বিরাজমান প্রকৃত অবস্থার প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করে পর্যায়ক্রমে অধিকতর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের আলোকে পুনঃনির্ধারণ করা হয় । সুতরাং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে যে অবস্থায় দণ্ডায়মান, সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই অবস্থা থেকে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাক – এটাই হোক আমাদের সকলের একান্ত চাওয়া ।